সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২০৪
WEEKLY BOOKLET:204

৬০বার হজ্ব পালনকারী হাজী

- এক তাওয়াফকারীর অভিনব ফরিয়াদ
- নিরাশ না হওয়া হাজী
- দোয়া কবুল না হওয়ার বিভিন্ন হিকমত
- হজ্বের সফরে উত্তম সফরসঙ্গী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

৬০বার হজ্ব
পালনকারী হাজী

আত্তারের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"৬০বার হজ্ব পালনকারী হাজী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে প্রতি বছর মকবুল হজ্ব নসীব করো আর তাকে সবুজ গম্বুজের ছায়ায় শাহাদাত ও জান্নাতুল বাক্বীতে নিরাপদে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহ সহকারে দিন ও রাতে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তাঁর বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নিয়েছেন যে, তিনি তার ঐ দিন ও ঐ রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(মুজাম কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যখন স্বয়ং হুযুর ﷺ ই ডাকলেন, তখন নিজে নিজেই ব্যবস্থা হয়ে গেলো

হযরত আল্লামা আবুল ফারায আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কিতাব **'উয়ূনুল হিকায়াত'**-এ লিখেছেন; এক পরহেজগার ব্যক্তির বর্ণনা হলো: "আমি লাগাতার তিন বৎসর যাবৎ হজ্বের জন্য দোয়া করে আসছিলাম কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণ হচ্ছিলো না। চতুর্থ বৎসর হজ্বের মৌসুম চলছিলো আর আমার অন্তর হজ্বের বাসনায় ব্যাকুল ছিলো, এক রাতে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আমার ঘুমন্ত ভাগ্যও জাগ্রত হয়ে উঠলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه স্বপ্নে আমি **হুয রে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** আমার চোখ খুললে অন্তরে খুশির বাতাস বইতে লাগলো। **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমিষ্ট আওয়াজ কানে যেন বার বার বেজে উঠছিলো, **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** নবীর দরবার থেকে হজ্বের অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলাম আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত ছিলো। হঠাৎ মনে পড়ল যে, আমার কাছে তো পাথেয় (অর্থাৎ সফরের খরচাদি) নাই! এই ভাবনা আসতেই আমার মন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে

www.dawateislami.net

গেলো। পরবর্তী রাতে **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আবারও স্বপ্নে যিয়ারত হলো, কিন্তু আমার দারিদ্রতার কথা বলতে পারলাম না। অনুরূপভাবে তৃতীয় রাতেও স্বপ্নে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে আদেশ হলো: **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** আমি মনে মনে ভাবলাম, চতুর্থবার যদি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে আগমন করেন তবে আমার দারিদ্রতা সম্পর্কে আরয করবো।

আহ! পাল্লে যর নেহিঁ রাখতে সফর সরওয়ার নেহিঁ,
তুম বুলা লো তুম বুলানে পর হো কাদের ইয়া নবী!

চতুর্থ রাতে পুনরায় **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার গরীবালয়ে তাশরিফ নিয়ে এলেন আর ইরশাদ করলেন: **"তুমি এ বৎসর হজ্বের জন্য চলে যাও!"** আমি হাতজোড় করে আরয করলাম: **"হে আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার নিকট পাথেয় নাই।" ইরশাদ করলেন: "তুমি তোমার ঘরের অমুক স্থানটি খনন করো, সেখানে তোমার দাদার একটি যুদ্ধের পোশাক পাবে।" এতটুকু ইরশাদ করেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সকালে আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, মন আনন্দিত ছিলো। ফজরের নামাযের পর

www.dawateislami.net

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখানো স্থানটি খনন করলাম, আসলেই সেখানে একটি মূল্যবান যুদ্ধের পোশাক ছিলো, তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো, মনে হচ্ছিল যেন কেউ সেটি ব্যবহারই করেনি। আমি তা চার হাজার দীনারে বিক্রি করলাম এবং **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টির ফলে আমার হজ্বে যাওয়ার ব্যবস্থাও নিজে নিজে হয়ে গেলো।”

(উয়ুনুল হিকায়াত, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

জব বুলায়া আক্বা নে, খোদ হি ইন্তেজাম হো গেয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি তোমার কথা শুনেছি

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করলাম, কাবা শরীফের তাওয়াফ করলাম, হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলাম, দুই রাকাত তাওয়াফের নামাযও আদায় করলাম, এরপর কাবা শরীফের দেওয়ালের পাশে বসে কান্না করতে লাগলাম এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলাম: **“হে আল্লাহ পাক!** আমি তোমার পবিত্র ঘরের চতুর্দিকে জানি না কতবার যে চক্কর দিয়েছি, কিন্তু আমি জানি না যে, কবুল হলো কি

www.dawateislami.net

না?” এরপর আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো, তখন আমি এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম: “হে আলী বিন মুয়াফ্ফাক! আমি তোমার কথা শুনেছি। তুমি কি তোমার ঘরে কেবল তাকেই আহ্বান করো না, যাকে তুমি ভালবাসো।”

(আর রওজুল ফায়িক, ৫৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুলাতে হেঁ উচি কো জিচ কি বিগড়ি ইয়ে বানাতে হেঁ,
কোমর বাঁধনা দিয়ারে তাইবা কো খুলনা হে কিসমত কা।

(যওকে নাত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

ধৈর্যধারণ করলেই পা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হতো

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন হুনাইফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলাম, বাগদাদে পৌঁছা পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিলো যে, লাগাতার চল্লিশ দিন যাবৎ কিছু খেলাম না, কঠিন পিপাসার্ত অবস্থায় যখন একটি কূপের নিকট গেলাম, দেখলাম একটি হরিণ পানি পান করছিলো, আমাকে দেখেই হরিণটি পালিয়ে গেলো, কূপটিতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, পানি অনেক নিচে ছিলো, বালতি ছাড়া পানি উঠানো সম্ভব হবে না। আমি একথা বলেই ফিরে আসছিলাম:

www.dawateislami.net

“হে আমার **মালিক ও মাওলা**! আমার মর্যাদা কি এই হরিণটির সমানও না!” এমন সময় পেছন থেকে আওয়াজ আসলো: “আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, কিন্তু তুমি ধৈর্যধারণ করনি। এখন আবার যাও, পানি পান করে নাও।” আমি যখন আবার গেলাম, দেখলাম, কূপটি উপরের অংশ পর্যন্ত পানিতে ভর্তি হয়েছিলো, আমি ভালভাবে পিপাসা মিটালাম এবং নিজের মশকটিও ভরে নিলাম, তখন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম: “হরিণ তো মশক ছাড়াই এসেছিলো, তুমি কিন্তু মশক সাথে করে নিয়ে এসেছ।” আমি পুরো পথে সেই মশক থেকেই পানি পান করতাম আর অযু করতাম, কিন্তু পানি কখনো শেষ হতো না। অতঃপর আমি যখন হজ্ব শেষে ফিরে আসছিলাম, আর জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে দেখতেই বললেন: “তুমি যদি মুহূর্তের জন্য ধৈর্যধারণ করতে, তাহলে তোমার পা থেকেই ঝর্ণা প্রবাহিত হতো।”

(আর রওজুল ফায়িক, ১০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

উন কে তালিব নে জু চাহা পা লিয়া, উন কে সায়িল নে জু মাঙ্গা মিল গেয়া।

(যওকে নাত, ৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক তাওয়াফকারীর অভিনব ফরিয়াদ

হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি খুবই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী এবং মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন: "আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম; যিনি তাওয়াফ করার সময় শুধুমাত্র এই দোয়াটিই করছিলেন: اَللّٰهُمَّ قَضَيْتَ حَاجَةَ الْمُحْتَاجِيْنَ وَحَاجَتِيْ لَمْ تَقْضِ অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাক!** তুমি তো সকল অভাবীর অভাব পূরণ করে দিয়েছ, অথচ আমার অভাব পূরণ হলনা।" আমি যখন তাঁর কাছে বারবার এই অভিনব দোয়াটি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন বললেন: "আমরা সাতজন লড়াইয়ে গিয়েছিলাম অমুসলিমরা আমাদের গ্রেফতার করে নিলো, যখন আমাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মাঠে নিয়ে এলো, হঠাৎ আমি উপরের দিকে মাথা তুললাম, দেখতে পেলাম আসমানের সাতটি দরজা খোলা, প্রত্যেক দরজায় একটি করে হুর দাঁড়ানো, আমাদের একজন সাথীকে যখনই শহীদ করা হলো, আমি দেখলাম: একটি হুর রুমাল হাতে নিয়ে সেই শহীদের রূহ নেওয়ার জন্য জমিনে নেমে এলো। এভাবে আমার ছয়জন সাথীকে শহীদ করে

www.dawateislami.net

দেওয়া হলো, অনুরূপ প্রত্যেকের রূহগুলো নেওয়ার জন্য এক একটি করে হুর আসতে থাকে। যখন আমার পালা এলো, তখন এক দরবারী তার সেবার জন্য আমাকে বাদশাহ্‌র কাছ থেকে চেয়ে নিলো। এতে আমি শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। আমি একটি হুরকে বলতে শুনেছি: "হে বঞ্চিত ব্যক্তি! শেষ পর্যন্ত তুমি এমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত কেন রয়ে গেলে?" এরপর আসমানের সাতটি দরজাই বন্ধ হয়ে গেলো। এ কারণেই তো ভাই! আমার বঞ্চিত হওয়ার জন্য আমি আফসোস করি। হায়! শাহাদাতের সৌভাগ্য আমারও যদি নসিব হয়ে যেতো! এই সেই অভাব, যা আমার দোয়ায় আপনি শুনেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমার মতে এই সাতজন সৌভাগ্যবানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই সপ্তম জনই, যিনি হত্যা থেকে বেঁচে গেলেন, তিনি নিজের চোখে সেই মনোরম দৃশ্য দেখেছেন, যা অন্যদের কেউ দেখেননি। তারপরও ইনিই জীবিত রয়েছেন আর অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে নেক আমল করে যাচ্ছেন।" (আল মুসতাতরাফ, ১ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মাল ও দৌলত কি দোয়া হাম না খোদা করতে হেঁ,
হাম তো মরনে কি মদীনে মেঁ দোয়া করতে হেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করে তিনজন মুসলমান কোন ধরনের পাথেয় ছাড়াই হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, সফরাবস্থায় তারা খ্রীষ্টানদের এক লোকালয়ে অবস্থান করলেন, তাদের একজনের দৃষ্টি এক সুন্দরী খ্রীষ্টান মহিলার উপর পড়লে সে তার প্রেমে পড়ে গেলো। সেই প্রেমিক বিভিন্ন বাহানা করে সেই লোকালয়েই রয়ে গেলো এবং অপর দুইজন হাজী রওয়ানা হয়ে গেলো। এবার সেই প্রেমিক নিজের মনের কথাটি মহিলাটির পিতাকে বললো, পিতা বললো: "তার মোহরানা তুমি দিতে পারবে না।" জিজ্ঞাসা করলো: "মোহরানা কি?" উত্তর পেল: "খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া।" সেই হতভাগা লোকটি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে সেই মহিলাটিকে বিয়ে করল এবং দু'টি সন্তানেরও জন্ম হলো, অবশেষে সে মারা গেলো। তার দুই হাজী বন্ধু কোন সফরে পুনরায় সেই লোকালয়ে এলে তাদের বন্ধুটির সব খবর

www.dawateislami.net

জানতে পারলেন, তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁরা যখন খ্রীষ্টানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই প্রেমিকের কবরের পাশে একজন মহিলা এবং দুই শিশুকে কাঁদতে দেখলেন। সেই দুইজন হাজীও (**আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার কথা স্মরণ করে) কান্না করতে লাগলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলো: "আপনারা কেন কাঁদছেন?" তখন তাঁরা মৃতের মুসলমান অবস্থায় নামায-ইবাদত ও তাকওয়া-পরহেজগারী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করলেন। মহিলাটি যখন এ কথা শুনলেন, তখন তার মন ইসলামের প্রতি ধাবিত হলো এবং তিনি তাঁর দুই সন্তান সহ মুসলমান হয়ে গেলেন।"

(আর রওজুল ফায়িক, ১৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কেমন হৃদয়-কাঁপানো ঘটনা যে, হেরেমের পথের নেককার পরহেজগার মুসাফির হঠাৎ দুনিয়াবী ভালবাসায় পতিত হয়ে হৃদয়ের পাশাপশি দ্বীনও বিসর্জন দিয়ে বসলো এবং কিছু সময়ের জন্য রঙ-তামাশায় মেতে মৃত্যুর পথ ধরে অন্ধকার কবরের সিঁড়ি অতিক্রম করলো! এই ঘটনাটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

www.dawateislami.net

আমাদের সবাইকে **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করা এবং ঈমানের উপর মৃত্যুর ফরিয়াদ করতে থাকা উচিত। কারণ, কেউ জানে না যে, আমাদের উপর কী ঘটে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ভাবাবেগপূর্ণ ভিসিডি কিংবা অডিও ক্যাসেট **'আল্লাহ কি খুফিয়া তদবীর'** ক্রয় করে অবশ্যই দেখে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله আপনারা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কেঁপে উঠবেন।

জাহাঁ মেঁ হেঁ ইবরত কে হার সো নুমুনে,
মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বো নে,
কভি গওর চে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে,
জু আবাদ থে উহ মহল আব হেঁ সোনে,
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহিঁ হে,
ইয়ে ইবরত কি জাঁ হে তামাশা নেহিঁ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হায়! আমিও যদি কান্নায় রত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

আরাফাতের দোয়ায় হাজীদের অশ্রু বিসর্জন আর আহাজারি যখন শুরু হয়ে গেলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: "হায়! আমিও যদি এসব ক্রন্দনরত হাজীদের দলে হতাম।" আর হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

মুতাররিফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** ভয়ে হয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত আরয করলেন: **"হে আল্লাহ পাক!** তুমি আমার (নাফরমানির) কারণে এসব হাজীদের দেয়াকে ফিরিয়ে দিও না।" (আর রওজুল ফায়িক, ৫৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরে আশ্ক বেহতে রাহেঁ কাশ হার দম,
তেরে খউফ চে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরাফাতে অবস্থানকারীদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবনে ৩৩বার হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁর শেষ হজ্বে আরাফাতের ময়দানে মুনাজাতে এভাবে আরয করেলেন: **"হে আল্লাহ পাক!** তুমি জানো, এই আরাফাতে আমি ৩৩ বার অবস্থান করেছি, একবার নিজের পক্ষ থেকে আর এক এক বার আমার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব

করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। হে **পরওয়ারদিগার**! আমি তোমাকে সাক্ষী করছি যে, আমি আমার বাকি ৩০টি হজ্ব সেসব লোকদেরকে দান করে দিলাম, যারা এই আরাফাতে অবস্থান করেছে কিন্তু তাদের আরাফাতে অবস্থান করাটা কবুল হয়নি।" তিনি যখন আরাফাত থেকে মুযদালিফায় পৌঁছলেন, তখন স্বপ্নে তাঁকে আহ্বান করে বলা হলো: "হে ইবনে মুনকাদির! তুমি কি **তাঁর** উপর দয়া করছো, **যিনি** দয়া সৃষ্টি করেছেন? তুমি কি **তাঁকে** দান করতে চাও, **যিনি** দান সৃষ্টি করেছেন? তোমার **প্রতিপালক আল্লাহ পাক** তোমাকে ইরশাদ করছেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি আরাফাতে অবস্থানকারীদের আরাফাত সৃষ্টি করার দুই হাজার বৎসর পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছি।" (আর রওজুল ফায়িক, ৬০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গমে হায়াত আভি রাহাতোঁ মেঁ ঢল জায়েঁ,
তেরি আতা কা ইশারা জো হো গেয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক ﷺ এর নামে হজ্ব পালনকারীর উপর বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে অনেক বার হজ্ব করেছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: স্বপ্নে আমার **মক্কী মাদানী তাজেদার হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ হলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ইবনে মুয়াফ্ফাক! তুমি কি আমার পক্ষ থেকে হজ্ব করেছ?" আমি আরয করলাম: "জী হ্যাঁ।" ইরশাদ করলেন: "তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করেছ?" আমি উত্তর দিলাম: "জী হ্যাঁ।" ইরশাদ করলেন: "কিয়ামতের দিন আমি তোমাকে এর প্রতিদান দেব আর আমি হাশরের দিনে তোমার হাত ধরে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। যখন লোকেরা কঠিন হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকবে।" (লুবাবুল ইহ্ইয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শুকরিয়া কিউঁ কর আদা হো আপ কা ইয়া মুস্তফা!
কেহ্ পড়োসী খুলদ মেঁ আপনা বানায়া শুকরিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৬০বার হজ্ব পালনকারী হাজী

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এটি ৬০তম হজ্ব ছিলো। তিনি তখন পবিত্র হেরেমে উপস্থিত ছিলেন হঠাৎ তাঁর মনে এলো, আর কতদিন প্রতি বৎসর বিরাণ ভূমি, জঙ্গলের পথ অতিক্রম করতে থাকবো! এমতাবস্থায় নিদ্রা প্রাধান্য বিস্তার করলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম: "সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যাকে তার মালিক নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন এবং নিজের ঘরে ডেকে এনে উচ্চ মর্যাদায় ধন্য করেছেন।"

(রওজুর রায়াহীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জুয়ুফ মানা মগর ইয়ে জালিম দিলো, উন কে রাস্তে মেঁ তো থকা না করে!

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিদায়ের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা যুবককে সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা যুননূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাবা শরীফের পাশে এক যুবক দেখতে পেলেন, যিনি লাগাতার

www.dawateislami.net

নামায পড়ে যাচ্ছিলেন, থামার নামও নিচ্ছিলেন না। সুযোগ পেতেই তিনি যুবকটিকে বললেন: "কী ব্যাপার! ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে লাগাতার নামাযই পড়ে যাচ্ছেন?" তিনি বললেন: "নিজের ইচ্ছায় কিভাবে যাই? বিদায়ের জন্য অনুমতির অপেক্ষাই আছি।" হযরত সায়্যিদুনা যুন নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "তখনো আমরা কথাই বলছিলাম, এমন সময় সেই যুবকটির উপর একটি চিরকুট এসে পড়ল, তাতে লেখা ছিলো: "এই চিরকুটটি **খোদায়ে গাফফার মহান প্রতিপালকের** পক্ষ থেকে, **তাঁরই** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী একনিষ্ট বান্দার প্রতি, ফিরে যাও, তোমার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" (রওজুর রায়াহীন, ১০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুহব্বত মেঁ আপনি গুমা ইয়া ইলাহী! না পাওঁ মেঁ আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিরাশ না হওয়া হাজী

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; এক আবিদ বলেন: "আমি ক্রমাগত কয়েক বৎসর

www.dawateislami.net

যাবৎ হজ্ব এর মহান সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হচ্ছিলাম এবং প্রতি বছরই এক দরবেশকে পবিত্র কাবার দরজা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতাম, যখন তিনি "لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ" বলতেন তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনা যেতো "لَالَبَّيْكَ"। আমি চৌদ্দতম (১৪) বছরে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে দরবেশ! তুমি বধির তো নও? সে উত্তর দিলো: আমি সব কিছুই শুনছি। আমি বললাম: তবে এরূপ কষ্ট করছো কেন? সে বললো: জনাব! আমি শপথ করে বলতে পারি যে, যদি চৌদ্দ বছর কেন আমার বয়স যদি চৌদ্দ হাজার (১৪০০০) বছরও হয় এবং বছরে একবার নয় প্রতিদিন হাজার বারই (১০০০) যদি এই উত্তর "لَالَبَّيْكَ" শুনি তবুও এই দরজা থেকে মাথা উঠাবো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ এমন সময় আসমান হতে একটি কাগজ ঐ ব্যক্তির বুকে এসে পড়লো। তিনি কাগজটি আমার দিকে বাড়ালেন, আমি পড়লাম, এতে লিখা ছিলো: "হে মালিক বিন দিনার! তুমি আমার বান্দাকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দিচ্ছো যে, আমি তার এ ক'বছরের হজ্ব কবুল করিনি, এমন নয় বরং এই বছর আসা সকল হাজীর হজ্বও তার ডাকার বরকতে কবুল করেছি যেন কেউ আমার দরবার থেকে বঞ্চিত না ফিরে।"

www.dawateislami.net

দোয়া কবুল না হওয়ার বিভিন্ন হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি থেকে আমরা এই মাদানী ফুলও পেলাম যে, দোয়া কবুল হওয়াতে যত বিলম্বই হোক না কেন নিরাশ না হওয়া উচিত, আমরা বিলম্ব হওয়ার মূল রহস্য সম্পর্কে অবহিত নই, নিঃসন্দেহে দোয়া কবুল হওয়াতে বিলম্ব হওয়া বরং দোয়া কবুলের নিদর্শন প্রকাশ না হওয়াও আমাদের জন্য উপকারীই বটে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রাঈসুল মুতাকাল্লিমীন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে: "**আল্লাহ পাকের** হিকমত হচ্ছে, কখনো তুমি মুর্খতা হেতু কোন কিছুর ফরিয়াদ করো আর **(তিনি)** মেহেরবানী করে তোমার দোয়া কবুল করেন না, কারণ, তুমি যা প্রার্থনা করছো, তা যদি তোমাকে দান করেন, তা হলে তোমার ক্ষতি হবে। মনে করো, তুমি ধন-সম্পদ প্রার্থনা করছো আর তা যদি তুমি পেয়ে যাও, তাহলে তোমার ঈমানের উপর বিপদ আসবে, অথবা মনে কর, তুমি সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করছো, অথচ স্বাস্থ্য তোমার আখিরাতের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এই কারণে তিনি তোমার দোয়া কবুল করেন না। দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَیْـٴًـا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়।

ইয়ে কিউঁ কহোঁ মুঝ কো ইয়ে আতা হো ইয়ে আতা হো,
উহ দো কেহ্ হামেশা মেরে ঘর ভর কা ভালা হো।

(যওকে নাত, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি কার দ্বারে যাবো, মাওলা!

দোয়া কবুল হোক আর না হোক দোয়া করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা উচিত নয়। আপন **পরওয়ারদিগার**কে বার বার ডাকতে থাকাও একটি বড় ধরনের সৌভাগ্য এবং মূলতঃ এটি ইবাদত। এপ্রসঙ্গে আরো একটি কাহিনী লক্ষ্য করুন: "এক বৃদ্ধ বুযুর্গ কোন এক যুবকের সাথে হজ্ব করতে গেলেন, ইহরাম পরিধান করে যখন বললেন: "لَبَّيْك" (অর্থাৎ আমি তোমার দরবারে উপস্থিত) তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো: "لَا لَبَّيْك" (অর্থাৎ তোমার উপস্থিতী কবুল হয়নি)। যুবক হাজী তাঁকে বললেন: "উত্তরটি কি আপনি শুনেছেন?" বৃদ্ধ হাজী বললেন: "জী হ্যাঁ, শুনেছি। আমি তো ৭০বৎসর ধরেই এই উত্তরই শুনে আসছি! আমি প্রতি বারেই

www.dawateislami.net

আরয করি "لَبَّيْك" আর উত্তর শুনি "لَا لَبَّيْك"।" যুবকটি বললেন: "তবু কেন আপনি বারবার আসেন? সফরের কষ্ট সহ্য করেন এবং নিজেকে ক্ষান্ত করে তুলেন?" বৃদ্ধ হাজী সাহেব কান্না করে বলতে লাগলেন: "তাহলে আমি কার দ্বারে গিয়ে ধর্ণা দেব? চাই আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক, চাই কবুল করে নেওয়া হোক, আমাকে তো এই দ্বারেই আসতে হবে, এই দ্বারে না হলে আমি কোন দ্বারে গিয়ে আশ্রয় পাবো?" তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শোনা গেলো: "যাও! তোমার সকল উপস্থিতি কবুল হয়ে গেলো।"

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২৯ পারা, সূরা: নূহ, ১০ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

উহ সুনেঁ ইয়া না সুনেঁ উন কি বেহরে হাল খুশি,
দর্দে দিল হাম তো কহে জায়েঁঙ্গে اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আর এক গ্রাম্য লোক

প্রচন্ড গরমের দিনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হজ্বের সফরে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গমনকালে পথিমধ্যে তাবু গাঁড়লেন, নাস্তার সময় খাদেমকে বললেন: "কোন মেহমান খুঁজে নিয়ে এসো।" সে চলে গেলো এবং পাহাড়ের দিকে একজন গ্রাম্য লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে পায়ে লাতি মেরে জাগালো

www.dawateislami.net

এবং বললো: "তোমাকে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ডেকেছেন।" লোকটি উঠে হাজ্জাজের নিকট এসে উপস্থিত হলো, হাজ্জাজ তাকে বললো: "আমার সাথে খাবার খাও।" সে বললো: "আমি যে আপনার চাইতেও শ্রেষ্ঠ দানশীল ও দয়ালুর দাওয়াত কবুল করে নিয়েছি।" হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো: "সে কোন দয়ালু"? উত্তর দিলো: "তিনি হলেন **প্রিয় আল্লাহ**। তিনি আমাকে রোযা রাখার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন আর আমিও কবুল করে নিয়েছি।" হাজ্জাজ বললো: "এমন প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা?" উত্তর দিলো: "হ্যাঁ, কিয়ামতের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচার জন্য।" হাজ্জাজ বললো: "ঠিক আছে, আগামীকাল রোযা রেখো না এবং আমার সাথে খাবার খেয়ো।" লোকটি বললো: "আপনি কি আমাকে আগামী কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার জামানত দিতে পারেন?" হাজ্জাজ বললো: "এ তো আমার ক্ষমতার বাইরে।" গ্রাম্য লোকটি বললো: "আশ্চর্য তো! আপনি আখিরাতের ব্যাপারেও কোনরূপ ক্ষমতা না রাখা সত্ত্বেও এই দুনিয়া পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন?" হাজ্জাজ বললো: "এ খাবারগুলো খুবই উন্নত।" উত্তর দিলো: "এই খাবার আপনি উন্নত করেননি, বাবুর্চিও করেনি বরং সুস্থতা ও প্রশান্তিদায়ক গুণই এই খাবারকে উন্নত করেছে অর্থাৎ কোন রোগীর এগুলো ভাল লাগবে না, কিন্তু

www.dawateislami.net

সুস্থ ব্যক্তির তো খুবই ভাল লাগে আর সুস্থতা ও প্রশান্তিদাতা সত্ত্বা একমাত্র **রব্বে কায়েনাতেরই**, কাজেই সেই মহান ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী সত্তার দাওয়াতে রোজা রাখাই উচিত।" (রফিকুল মানাসিক, ২১২ পৃষ্ঠা)

কুছ্ নেকিয়াঁ কামা লে জলদ আখিরাত বানা লে,
কোয়ী নেহিঁ ভরোসা আয় ভাই! জিন্দেগী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যাদের হজ্ব কবুল হয়নি, তাদের উপরও দয়া হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ৫০ বারেরও বেশি হজ্ব করেছি। একটি ছাড়া সবকটির সাওয়াবই আমি **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, চার খলিফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এবং আমার পিতা-মাতাকে ইছাল করে দিয়েছি, তখনো একটি হজ্ব বাকি ছিলো (যার ইছালে সাওয়াব তখনো করা হয়নি), আমি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত লোকদেরকে দেখলাম এবং তাদের আওয়াজ শুনে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলাম: **"হে আল্লাহ পাক!** যদি এসব লোকের মাঝে এমন কোন লোক থাকে যার হজ্ব কবুল হয়নি, তবে আমি আমার এই হজ্বটি তার জন্য ইছাল করে দিলাম।"

www.dawateislami.net

অতঃপর সেই রাতে আমি যখন মুযদালিফায় ঘুমিয়ে পড়লাম, **দয়ালু আল্লাহ পাকে** স্বপ্নে দেখলাম। **আল্লাহ পাক** আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে আলী ইবনে মুয়াফ্ফাক! তুমি কি আমাকে কিছু উপহার দিতে চাও? আমি আরাফাতে উপস্থিত সকল মানুষ, তাদের সংখ্যার চেয়ে আরো অধিক এবং তাদের চেয়েও দ্বিগুণ মানুষকে ক্ষমা করে দিলাম আর তাদের প্রত্যেকের পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের পক্ষেও সুপারিশ কবুল করে নিলাম।" (রওজুর রায়াহীন, ১২৮ পৃষ্ঠা)

কোয়ী হজ্ব কা সবব আব বানা দেয়,
মুঝ কো কাবে কা জলওয়া দেখা দেয়।
দীদে আরাফাত ও দীদে মিনা কি,
মেরে মাওলা তু খায়রাত দে দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্বের সফরে উত্তম সফরসঙ্গী

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাতিমে আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আরয করলেন: "আমি হজ্বের সফরে যাচ্ছি, এমন কোন সফরসঙ্গী আমাকে দেখিয়ে দিন যাঁর বরকতময় সাহচর্যের ফয়েয নিয়ে আমি **আল্লাহ পাকের** মহান দরবারে উপস্থিত হতে পারি।" তিনি বললেন: "ভাই! আপনি যদি

সফরসঙ্গী খুঁজে থাকেন, তবে কোরআন তিলাওয়াতের সঙ্গ নিন আর যদি সাথী খুঁজে থাকেন, তবে ফিরিশতাদেরকে আপনার সাথী বানিয়ে নিন আর যদি বন্ধুর দরকার হয়, তবে **আল্লাহ পাক** হলেন আপনার বন্ধুদেরও অন্তরের মালিক, আর যদি পাথেয় চান, তবে **আল্লাহ পাকের** উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই সব চেয়ে বড় পাথেয় এবং তার পর কাবাতুল্লাহ্ শরীফকে আপনার সামনে মনে করে আনন্দের সাথে এর তাওয়াফ করুন।" (বাহরুদ দুমূ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুজেযা শাক্কুল কমর কা হে 'মদীনা' চে ই'য়াঁ,
'মাহ্' নে শক হো কর লিয়া হে 'দীন' কো আগোশ মেঁ।

পংক্তিটির মর্মার্থ: কবি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এই পঙতিতে খুবই উত্তম কথা বলেছেন যে, মুজেযা স্বরূপ চাঁদ যে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিলো, আরবি مدينه শব্দটি যেন তার অনাবিল সাক্ষী। যেমন, এই مدينه শব্দটির প্রথম ও শেষ অক্ষরদ্বয়কে অর্থাৎ م ও ه কে একত্র করুন, مه এর অর্থ চাঁদ আর প্রথম ও শেষ অক্ষরের মাঝখানে বিদ্যমান دين শব্দটি।

এর অর্থ দ্বীনে ইসলাম। এভাবে مدینہ যেন دین কে তার আঁচলে ধারণ করে রেখেছে!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অভিনব পন্থায় নফসকে বশ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ মুরতায়িশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি অনেক বার হজ্ব করেছি এবং প্রায় প্রতি বারেই সফর করেছি কোন রকম পাথেয় ছাড়াই। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, এসব তো আমার নফসেরই প্রতারণা ছিলো। কেননা, একবার আমাকে আমার মা পানির কলসি ভরে আনার আদেশ করেছিলেন, তখন সেই আদেশটি আমার নফস কষ্টসাধ্য বলে মনে করেছিলো, কাজেই আমি বুঝে নিয়েছি যে, হজ্বের সফরেও আমার নফস আমার সঙ্গ শুধুমাত্র নিজের স্বাদের কারণেই দিয়েছে এবং আমাকে প্রতারণার ফাঁদেই রেখে দিয়েছে। কেননা, আমার নফস যদি নিঃশেষ হয়ে যেতো, তবে আজ একটি শরীয়াতের হক পূর্ণ করাতে (মায়ের আদেশ মানাতে) তার (নফসের) এতই কষ্টসাধ্যও মনে হবে কেন?" (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সুখ্যাতির আনন্দ ইবাদতের কষ্টকে সহজ করে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ الله কী ধরনের মাদানী চিন্তা করতেন আর কী ধরনের বিনয় ভাব পোষণ করতেন। অনেকের অভ্যাস এমন রয়েছে যে, সাধারণ লোকদের সাথে নত হয়ে মেলামেশা করে এবং তাদের সাথে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে তার আচরণ ভয়ংকর ও অভদ্র এবং কখনো কখনো মারাত্মক মনবেদনা দায়ক! কেন? এজন্য যে, সাধারণের সাথে উত্তম আচরণ করলে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে ঘরে ভাল আচরণ করাতে ইজ্জত ও খ্যাতি অর্জনের বিশেষ কোন আশা নাই! তাই এসব লোকেরা জনসাধারণের নিকট প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে! অনুরূপ যেসব ইসলামী ভাইয়েরা মুস্তাহাব কার্যাদির জন্য অগ্রগামী হয়ে কোরবানী প্রদর্শন করে কিন্তু ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদিতে অলসতা করে। যেমন, পিতা-মাতার আনুগত্য, শরীয়াত অনুযায়ী সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা সহ নিজের ইলম অর্জন করার ন্যায় ফরয কাজটিতেও উদাসীনতায় পর্যবসিত করে

www.dawateislami.net

রাখে, সেসব ভাইদের জন্যও এই ঘটনাটিতে শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে। বাস্তবতা হলো; যেসব নেক কাজে "খ্যাতি অর্জিত হয় এবং বাহাবা পাওয়া যায়" সেসব কাজ কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও সহজতর উপায়ে করে নেয়া যায়। কেননা, সুখ্যাতির কারণে অর্জিত স্বাদ যে কোন ধরনের কঠিন কষ্টকেও সহজ করে দেয়। মনে রাখবেন! "সুখ্যাতির বাসনা" ধ্বংস ছাড়া কিছুই ডেকে আনে না। শিক্ষাগ্রহণের জন্য **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) "**আল্লাহ পাকের** আনুগত্যকে (ইবাদতকে) বান্দার পক্ষ থেকে অর্জিত হওয়া প্রশংসা লাভের আগ্রহের সাথে মেশানো থেকে সতর্ক থাকো, তোমাদের আমল যেন নষ্ট হয়ে না যায়।" (ফিরদাউসুল আখবার, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৬৭) (২) "দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালে সেই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারে না, যেই পরিমাণ ক্ষতি ধন-সম্পদ ও সুখ্যাতি অর্জনের বাসনা মুসলমানদের দ্বীনে করে থাকে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৮৩)

সুখ্যাতির বাসনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

ইহইয়াউল উলূম তৃতীয় খন্ডের ৬১৬, ৬১৭ পৃষ্ঠা থেকে **'সুখ্যাতির বাসনা'** সম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল

www.dawateislami.net

আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে: "(রিয়া ও সুখ্যাতির বাসনা) নফসকে ধ্বংস করে দেয় এমন সর্বশেষ কাজ এবং বাতেনী প্রতারণাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এতে ওলামায়ে দ্বীন, ইবাদতগুজার এবং আখিরাতের পথ অতিক্রমকারী অনেক লোককে জড়ানো হয়, এভাবে যে, এই ব্যক্তিরা অনেক সময় খুবই চেষ্টা করে ইবাদত করা, নফসের চাহিদাকে আয়ত্বে রাখা বরং সন্দেহ জনক কাজগুলো থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সফলতা অর্জন করেন, নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও বাঁচিয়ে নেন, কিন্তু জনসাধারণের সম্মুখে নিজের নেক আমলগুলো, দ্বীনের কাজগুলো এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রচেষ্টা যেমন, আমি এমন করলাম, তেমন করলাম, ওখানে বয়ান ছিলো, এখানে বয়ান রয়েছে, বয়ান করার জন্য (নাত পরিবেশনের জন্য) অমুক অমুক তারিখগুলো আগে থেকে 'বরাদ্দ' হয়ে গেছে, মাদানী মাশওয়ারায় এত রাত হয়ে গেছে, আরাম করতে পারিনি বলে ক্লান্তির কারণে গলার আওয়াজ বসে গেছে, মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে, এতগুলো মাদানী কাফেলায় সফর করেছি, মাদানী কাজের জন্য অমুক অমুক শহর বা দেশে সফর করেছি ইত্যাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে নিজের মনে প্রশান্তি পেতে চান, নিজের ইলম ও আমল

www.dawateislami.net

প্রকাশ করে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে চান এবং তাদের পক্ষ থেকে সম্মান, মর্যাদা, বাহবা ইত্যাদির স্বাদ নিয়ে থাকেন। গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি যখনই অর্জিত হতে থাকে, তখনই তাদের নফস বাসনা করে যে, ইলম ও আমল লোকদের কাছে বেশি বেশি করে প্রকাশ হওয়া দরকার, তবেই মান সম্মান আরো বাড়বে। কাজেই তারা নিজের নেকী ও ইলম মানুষের মাঝে আরো অধিকহারে প্রকাশ করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং **আল্লাহ পাকের** জানার প্রতি যে, আমার **প্রতিপালক আল্লাহ পাক** আমার আমল দেখছেন এবং **তিনিই** আমার প্রতিদান দাতা, এতে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না, বরং তারা এতেই আনন্দিত যে, লোকজন তাদের প্রশংসা করবে এবং বাহবা দেবে আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রশংসার প্রতি পরিতৃপ্ত হয় না। নফস একথা ভালভাবেই জানে যে, লোকজন যখন একথা জানতে পারবে যে, অমুক বান্দাটি নফসের চাহিদা ত্যাগ করে চলেন, সন্দেহের বিষয়াদি পরিহার করে চলেন, **আল্লাহ পাকের** পথে খুবই টাকা পয়সা খরচ করেন, ইবাদতের বেলায় অনেক কষ্ট সহ্য করেন, খোদাভীরুতা ও ইশ্‌কে রাসূলে খুবই আহাজারি করেন, চোখের পানি ফেলেন, মাদানী কাজের সাড়া জাগান, লোকজনের সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, মাদানী

www.dawateislami.net

কাফেলায় বেশি বেশি সফর করেন এবং করান, মুখ, পেট ও চোখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে রাখেন, প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের এত এত দরস দিয়ে থাকেন, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, সদায়ে মদীনা, নিয়মিত মাদানী দাওরা করেন, তা হলে সেসব বান্দাদের মুখে তাদের খুব সুখ্যাতি ও প্রশংসা হতে থাকবে, তারা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে, তাদের সাথে সাক্ষাত এবং মুসাফাহা করাকে সৌভাগ্যের বিষয় আর আখিরাতের জন্য উপকারী বলে মনে করবে। দোকানে বা ঘরে বরকতের জন্য 'কদম রাখার', গিয়ে দোয়া করে দেয়ার, চা খাওয়ার, খাবারের দাওয়াত গ্রহনের জন্য খুবই বিনয় সহকারে আবেদন করবে, তার কথা মত চলাতে উভয় জগতের সফলতা বলে মনে করবে, যেখানে দেখবে তার খেদমত করবে, সালাম দেবে, তার উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়ার জন্য উৎসাহী থাকবে, তার উপহার বা তার হাতের সাথে স্পর্শ হওয়া কোন জিনিস পাওয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, তার দেওয়া জিনিসে চুমু খাবে, তার হাতে পায়ে চুমু খাবে, সম্মানের সাথে 'হযরত', 'হুযুর', 'ইয়া সাইয়েদী', 'জনাব' ইত্যাদি উপাধী দ্বারা অত্যন্ত ভীত কণ্ঠে বিনয়ের সাথে সম্বোধন করবে এবং নিম্ম স্বরে কথাবার্তা বলবে। হাত জোড় করে মাথা নত করে

www.dawateislami.net

দোয়ার জন্য আবেদন করবে, মজলিসে তার আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে, তাকে সম্মানের জায়গায় বসাবে, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াবে, তার পূর্বে আহার শুরু করবে না, অত্যন্ত বিনয় সহকারে উপহার ও সম্মানী পেশ করবে, তার সামনে বিনয় পূর্বক নিজেকে তুচ্ছ ও হীন (খাদিম, গোলাম) হিসাবে প্রকাশ করবে, বেচা-কেনা ও বিভিন্ন লেনদেনে তার সাথে মানবতা দেখাবে, তাকে উন্নতমানের জিনিস দিবে এবং তা সস্তায় বা বিনামূল্যে দিয়ে দেবে, তার যে কোন কাজে তাকে সম্মান করতে গিয়ে ঝুকে যাবে, লোকদের এমন ভক্তিপূর্ণ আচরণে নফস অত্যন্ত স্বাদ পায় আর এ হলো সেই স্বাদ যা সমস্ত কামনা-বাসনার চেয়ে অগ্রগামী। এ ধরনের ভক্তিজনিত স্বাদের কারণে গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তার জন্য সহজ বলে মনে হয়। কেননা, "সুখ্যাতির আকাংখীর" রোগীকে দিয়ে নফস গুনাহ করানোর স্থলে উল্টো বুঝায় যে, দেখ গুনাহ করলে ভক্তরা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে! তাই নফসের সহযোগিতায় ভক্তদের মধ্যে নিজেদের সম্মান অটুট রাখার বাসনার কারণে ইবাদতে স্থায়িত্ব পাওয়ার কষ্ট তার কাছে সহজ ও হালকা বলে মনে হয়। কেননা, সে বাতেনীভাবে স্বাদ সমূহের স্বাদ এবং সকল কামনার বড় কামনা (অর্থাৎ জনগণের ভক্তির কারণে পেতে থাকা স্বাদ)

www.dawateislami.net

পূরণের স্বাদকে চিনে নেয়, সে এই ভেবে আনন্দ পায় যে, তার জীবন **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং **তাঁরই** ইচ্ছা অনুযায়ী অতিবাহিত হচ্ছে, অথচ তার জীবন সেই (সুখ্যাতি ও প্রশংসার গোপন) বাসনার মাধ্যমেই অতিবাহিত হচ্ছে। যা বুঝা অতি বুদ্ধিমানের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে নিজেকে একনিষ্ঠ মনে করে এবং নিজেকে **আল্লাহ পাকের** হারামকৃত কাজ থেকে বেঁচে থাকা লোক বলে মনে করে! অথচ এমনটি নয়, বরং সে তো মানুষের সামনে সুন্দর সাজগোজ আর কৃত্রিমতার মাধ্যমে স্বাদ নিচ্ছে, সে যা ইজ্জত ও সুখ্যাতি পাচ্ছে তাতে সে বড়ই খুশি। এভাবে ইবাদত ও নেক আমলের সাওয়াব বিনষ্ট হচ্ছে এবং তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়া হয়, অথচ সেই মুর্খ লোকটি এইরূপ মনে করে যে, সে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য লাভ করেছে!

মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শারাফ মুঝ কো হার সাল হজ্ব কা খোদা দে

শারাফ মুঝ কো হার সাল হজ্ব কা খোদা দে
তু মক্কা দিখা দে, মদীনা দিখা দে
শারাফ দেদে কা'বা কা দে ইলাহী!
মিনা কে দিল আ-ওয়িয ও দিল কশ নাযারে
মেঁ ইহরামে হজ্ব বান্ধা কর আ-য়োঁ আরাফাত
ইলাহী! তুঝে ওয়াসিতা ফাতিমা মা
আলী ফাতিমা কা, হোসাইন ও হাসান কা
জু হিজরে মদীনা মেঁ রুতা হেঁ ইয়া রব!
তেরে খওফ সে তেরে পিয়ারে কে গম মেঁ
তুঝে ওয়াসিতা চার ইয়ারোঁ কা ইয়া রব!
ইবাদত মেঁ লাগ জায়ে দিল ইয়া ইলাহী!
খোদা! নফস সে হে তাবাহি মাচ্ছায়ী
সিয়াহ হে মেরা সারা আমাল-নামা
মুঝে নাযআ ও কবর ও কিয়ামত মেঁ মাওলা
তু নূরে মুহাম্মদ কে সদকে মেঁ ইয়া রব!
মেরি মাগফিরাত কর বরায়ে সাহাবা
আযাবে জাহান্নাম সে খওফ আ- রাহা হে
তুঝে ওয়াসিতা শাহে কারব ও বালা কা
তু জিসমানি বিমারিয়াঁ দূর ফরমা
মোবারক হো ফির মাহে মিলাদ আ-য়া

মদীনা ভি হার বার মাওলা দিখা দে
মেরে দিল মেঁ মক্কা মদীনা বাসা দে
মুঝে সবজ গুম্বদ কা জলওয়াহ দিখা দে
ইসি সাল মুঝ কো দিখা ইয়া খোদা দে
সাআদাত খোদা ইয়ে বরায়ে রযা দে
মুহাম্মদ ﷺ কে কদমোঁ মেঁ মুঝ কো কাযা দে
ওয়াসিলা বাকীয়ে মোবারক হেঁ জা দে
উনহেঁ ভি করম সে মদীনা দিখা দে
জু আঁ-সো বাহায়ে ওয়হ আ-খ এ্যা খোদা দে
দিখা খোয়াব মেঁ জলওয়ায়ে মুস্তফা দে
মেরে দিল সে গফলত কা পরওয়াহ হাটা দে
মেরি সব বুরি খোয়াহিশোঁ কো মিটা দে
ইলাহী! সিয়াহী তু ইস কি মিটা দে
তু আমন ও আমাঁ দে তু আপনি রিযা দে
করম কর মেরি কবর কো জগমগা দে
জাগা খোলদ মেঁ আয পায়ে আওলিয়া দে
মুঝে বখশ, কর দরগুযর হার খাত্বা দে
তু কর দূর আল্লাহ! রনজ ও বালা দে
দে রুহানী আমরায সে ভি শিফা দে
য়ে ভায়ী! তু ঘর আওর গালিয়াঁ সাজা দে

খোদা! দে ওয়হ আজার সোযে উলফত
মদীনে কে গম মেঁ জু উস কো রুলা দে

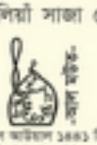

৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিঃ
০৪-১১-২০১৯

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net